রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১ ২০২৫ সনের ৪২ নং

বাংলাদেশ গেজেট

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, অক্টোবর ১৬, ২০২৫

সূচীপত্র

	পৃষ্ঠা নং
১ম খণ্ড—গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলি সম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।	৯১৩—৯২৩
২য় খণ্ড—প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট ব্যতীত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক জারীকৃত যাবতীয় নিয়োগ, পদোন্নতি, বদলী ইত্যাদি বিষয়ক প্রজ্ঞাপনসমূহ।	১২৯৩—১৩১৯
৩য় খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।	৪৮১—৪৮৭
৪র্থ খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত পেটেন্ট অফিস কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ ইত্যাদি।	নাই
৫ম খণ্ড—বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের এ্যাক্ট, বিল ইত্যাদি।	নাই
৬ষ্ঠ খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট, বাংলাদেশের মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, সরকারী চাকুরী কমিশন এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অধস্তন ও সংযুক্ত দপ্তরসমূহ কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।	১২৮৫—১২৯৫
৭ম খণ্ড—অন্য কোন খণ্ডে অপ্রকাশিত অধস্তন প্রশাসন কর্তৃক জারীকৃত অ-বিধিবদ্ধ ও বিবিধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।	নাই
৮ম খণ্ড—বেসরকারী ব্যক্তি এবং কর্পোরেশন কর্তৃক অর্থের বিনিময়ে জারীকৃত বিজ্ঞাপন ও নোটিশসমূহ।	৩৩—৩৫
ক্রোড়পত্র—সংখ্যা	
(১) . . . . .সনের জন্য উৎপাদনমুখী শিল্পসমূহের শুমারী।	নাই
(২) . . . . .বৎসরের জন্য বাংলাদেশের লিচুর চূড়ান্ত আনুমানিক হিসাব।	নাই
(৩) . . . . . বৎসরের জন্য বাংলাদেশের টক জাতীয় ফলের আনুমানিক হিসাব।	নাই
(৪) . . . . . কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত বৎসরের চা উৎপাদনের চূড়ান্ত আনুষ্ঠানিক হিসাব।	নাই
(৫) . . . . . তারিখে সমাপ্ত সপ্তাহে বাংলাদেশের জেলা এবং শহরে কলেরা, গুটি বসন্ত, প্লেগ এবং অন্যান্য সংক্রামক ব্যাধি দ্বারা আক্রমণ ও মৃত্যুর সাপ্তাহিক পরিসংখ্যান।	নাই
(৬) ....ইং তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক পরিচালক, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত ত্রৈমাসিক গ্রন্থ তালিকা।	নাই

১ম খণ্ড

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলি সম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।

বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ

প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ০১ আশ্বিন ১৪৩২/১৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫

নং **০৩.০৭.০০০০.০০৫.০৬.০০২.২০-১৯৪৩**—বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল আইন, ২০১০ এর ধারা ২২ এর উপ-ধারা ৩ অনুযায়ী বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষের গভর্নিং বোর্ড কর্তৃক প্রণীত, নীতি, প্রদত্ত অনুমতিপত্র, মঞ্জুরীকৃত লাইসেন্স বা জারীকৃত আদেশ বা নির্দেশ সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা প্রকাশ এবং উপ-ধারা ৪ অনুযায়ী উক্ত নীতি, অনুমতিপত্র, লাইসেন্স এবং আদেশ বা নির্দেশ অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় বা বিভাগ বা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বাস্তবায়ন করতে হবে মর্মে বিধান রয়েছে বিধায় গত ১৩ এপ্রিল ২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষের গভর্নিং বোর্ডের ৮ম সভায় গৃহীত নিম্নরূপ সিদ্ধান্তসমূহ আকারে জারি করা হলো:

সিদ্ধান্ত-১.১: চাঁদপুর অর্থনৈতিক অঞ্চল-১ কে Agrovoltaic চাইনিজ অর্থনৈতিক অঞ্চল হিসেবে স্থাপনের এবং বাংলাদেশ ও ভুটান সরকারের যৌথ উদ্যোগে 'কুড়িগ্রাম অর্থনৈতিক অঞ্চল-১'-এ জিটুজি ভিত্তিতে 'ভুটানিজ বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল'-এর ভূতাপেক্ষ অনুমোদন প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহীত হয়।

সিদ্ধান্ত-১.২: সাতক্ষীরা অর্থনৈতিক অঞ্চল ও রংপুর অর্থনৈতিক অঞ্চল (কাউনিয়া) অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপনে ভূতাপেক্ষ অনুমোদন প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

মোহাম্মদ আবু ইউসুফ, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ নজরুল ইসলাম, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও,
ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd

সিদ্ধান্ত-১.৩: ভোলা ইকো-ডেভেলপমেন্ট অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপনে প্রাকযোগ্যতা পত্র প্রদানের ভূতাপেক্ষ অনুমোদন প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সিদ্ধান্ত-১.৪: বন্ধ সরকারি শিল্প প্রতিষ্ঠান করিম জুট মিলস লিঃ, কুষ্টিয়া সুগার মিলস লিঃ মোহিনী টেক্সটাইল মিলস লিঃ মোহিনী টেক্সটাইল মিলস লিঃ কে অর্থনৈতিক অঞ্চল হিসেবে ঘোষণার পূর্বে আর্থিক ও কারিগরি বিষয়ে অধিকতর বিচার বিশ্লেষণ ও যাচাই-বাচাইপূর্বক পরবর্তী গভর্নিং বোর্ড সভায় উপস্থাপন করতে হবে।

সিদ্ধান্ত-১.৫: সরকারি ০৫টি অর্থনৈতিক অঞ্চল যথা সোনাদিয়া ইকো ট্যুরিজম পার্ক, সুন্দরবন ট্যুরিজম পার্ক, গজারিয়া অর্থনৈতিক অঞ্চল, শ্রীপুর অর্থনৈতিক অঞ্চল ও ময়মনসিংহ অর্থনৈতিক অঞ্চল এবং বেসরকারি ৫টি অর্থনৈতিক অঞ্চল যথা ছাতক ইকোনমিক জোন, গার্মেন্টস শিল্প পার্ক-মুন্সিগঞ্জ, ফমকম ইকোনমিক জোন, সিটি স্পেশাল ইকোনমিক জোন ও সোনারগাঁও অর্থনৈতিক অঞ্চল বাতিল ঘোষণা করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সিদ্ধান্ত-২.১: কোরিয়ান ইপিজেড-এর কার্যক্রম বেজা'য় অন্তর্ভুক্ত করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো। তবে, নিয়মমাফিক কোরিয়ান ইপিজেডের প্রতিষ্ঠানসমূহকে এক্সপোর্ট পারমিট ও ইমপোর্ট পারমিট সরকার থেকে গ্রহণ করতে হবে।

সিদ্ধান্ত-৩.১: বেসরকারি অর্থনৈতিক অঞ্চলের প্রাক-যোগ্যতাপত্রের মেয়াদ বৃদ্ধির ফি, বেসরকারি অথনৈতিক অঞ্চলের অনুকূলে প্রদানকৃত লাইসেন্স ফি, মাস্টার প্ল্যান/ডিজাইন অনুমোদন/সংশোধন ফি ও বেসরকারি অর্থনৈতিক অঞ্চলের বাৎসরিক ফি নির্ধারণ/পুনঃনির্ধারণের উপস্থাপিত প্রস্তাব (পরিশিষ্ট–ঘ) অনুমোদন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

বেজা কর্তৃক প্রদানকৃত বিভিন্ন সেবার বিপরীত আরোপিত ফি

ক্র নং	বিষয়	পূর্বতন ফি (২০১৫ সালে ২য় গর্ভনিং বোর্ড সভায় নির্ধারিত)	প্রস্তাবিত ফি
১	বেসরকারি অর্থনৈতিক অঞ্চলের প্রাক- যোগ্যতাপত্রের মেয়াদ বৃদ্ধি ফি পুনঃনির্ধারণ	১০,০০০ মার্কিন ডলার বা সমপরিমাণ টাকা	১৫,০০০ মার্কিন ডলার বা সমপরিমাণ টাকা
২	বেসরকারি অর্থনৈতিক অঞ্চলের অনুকূলে প্রদানকৃত লাইসেন্স ফি পুনঃনির্ধারণ	১০,০০০ মার্কিন ডলার বা সমপরিমাণ টাকা	২০,০০০ মার্কিন ডলার বা সমপরিমাণ টাকা
৩	মাস্টার প্ল্যান/ডিজাইন অনুমোদন/সংশোধন ফি পুনঃনির্ধারণ	৫০,০০০ টাকা (যে কোনো আকারের মাস্টার প্ল্যানের জন্য)	প্রতি একর ২০ মার্কিন ডলার বা সমপরিমাণ টাকা (সর্বনিম্ন ৫০,০০০ টাকা)
৪	বেসরকারি অর্থনৈতিক অঞ্চলের বাৎসরিক ফি নির্ধারণ	-	৫,০০০ মার্কিন ডলার বা সমপরিমাণ টাকা

ক্র নং	প্রতিটি ভবনের সকল তলা মিলিয়ে সর্বমোট মেঝে এলাকা	প্রতি বর্গমিটারের জন্য নির্ধারিত ফি (মার্কিন ডলার বা সমপরিমাণ বাংলাদেশি টাকা)
১	৫ হাজার বর্গমিটার পর্যন্ত	০.২৫
২	পরবর্তী ১০ হাজার বর্গমিটার পর্যন্ত	০.১৫
৩	পরবর্তী ১৫ হাজার বর্গমিটার পর্যন্ত	০.১২৫
৪	পরবর্তী ৩০ হাজার বর্গমিটার পর্যন্ত	০.১০
৫	পরবর্তী ৪০ হাজার বর্গমিটার পর্যন্ত	০.০৮
৬	১০০ হাজার বর্গমিটারের উর্ধ্বে যে কোনো বর্গমিটারের জন্য	০.০৭

সিদ্ধান্ত-০৪: বর্ণিত অর্থবছরের (২০২৯-২০ হতে ২০২৩-২৪) জন্য অডিট ফার্ম নিয়োগ এবং নিরীক্ষা প্রতিবেদন ভূতাপেক্ষ অনুমোদন করা হলো। তবে আগামীতে অডিট ফার্ম পরিবর্তনে বেজা প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করবে।

সিদ্ধান্ত-৫.১: বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ (বেজা) জিটুজি ভিত্তিতে নেপাল-এর সাথে বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপনের প্রয়োজনীয় উদ্যেগ গ্রহণ করবে;

সিদ্ধান্ত-৫.২: বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ (বেজা) আগামী বোর্ড সভায় বেসরকারি অর্থনৈতিক অঞ্চল নির্বাচন পদ্ধতি বিষয়ক একটি খসড়া গাইড লাইন উপস্থাপন করবে; এবং

সিদ্ধান্ত-৫.৩: বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ (বেজা) এর গভর্নিং বোর্ড সভা প্রতি ০৬ মাসের মধ্যে কমপক্ষে একবার আয়োজন করতে হবে। এ বিষয়ে প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয় ও বেজা একসাথে কাজ করবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

চৌধুরী আশিক মাহমুদ বিন হারুন
নির্বাহী চেয়ারম্যান (প্রতিমন্ত্রী পদমর্যদা)।

প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়

ডি-১৮ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ২৭ ভাদ্র ১৪৩২ বঙ্গাব্দ/১১ সেপ্টেম্বর ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ

নং **২৩.০০.০০০০.১৮০.২৭.১১৮.২১.৩৭২**—বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর বিএ-১০২৭৬ ক্যাপ্টেন তৌসিফ আহমেদ রাভি, পদাতিক- কে আর্মি অ্যাক্ট সেকশন-১৬, আর্মি অ্যাক্ট (রুলস) ৯(এ), আর্মি রেগুলেশন্স (রুলস) ৭৮(সি), ২৫৩(এ), ২৬১ এবং ২৬৯(এ) অনুসারে প্রশাসনিক ব্যবস্থার আওতায় বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর চাকরি থেকে 'বরখাস্ত' করা হলো।

২। এ আদেশ জারির তারিখ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে উক্ত অফিসারের 'বরখাস্ত' করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

ড. মোঃ মাহবুবুর রশীদ
উপসচিব।

ডি-১৪ অধিশাখা

অফিস আদেশ

তারিখ: ০৬ আশ্বিন ১৪৩২/২১ সেপ্টেম্বর ২০২৫

নং **২৩.০০.০০০০.১৪০.১৯.০০১.২৩-২১৮**—তুরস্কের আংকারায় বাংলাদেশ দূতাবাসের প্রতিরক্ষা শাখায় এনসিও (পিএ) হিসেবে কর্মরত বিডি/৪৬৬৫৩১ সার্জেন্ট মোঃ ফয়সাল দেওয়ান, সেক্রেটারিয়াল এ্যাসিস্ট্যান্ট (জিডি)-এর ১৪ মে ২০২৫ তারিখে জন্মগ্রহণকারী দ্বিতীয় সন্তান Raheef Abrar Fawaz (রাহীফ আবরার ফাওয়াজ) এর নাম পরিবারের সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হলো।

২। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

ড. মোঃ মাহবুবুর রশীদ
উপসচিব।

গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়

প্রশাসন অনুবিভাগ-১

প্রশাসন শাখা-১

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ: ০৮ আশ্বিন ১৪৩২/২৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫

নং **২৫.০০.০০০০.০১৮.২৭.০৩১.১৯-৩৮৩**—যেহেতু, জনাব এ. কে. এম. জিল্লুর রহমান, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব) (রিজার্ভ) (সাময়িক বরখাস্তকৃত), সাবেক তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব), রাজশাহী গণপূর্ত সার্কেল, রাজশাহীতে কর্মরত থাকা অবস্থায় রূপপুর গ্রীণসিটি প্রকল্পের নির্মাণাধীন ২০ ও ১৬ তলা ভবনের আসবাবপত্র ও প্রয়োজনীয় সামগ্রী ক্রয় এবং ভবনে উঠানোর কাজে অস্বাভাবিক ব্যয়ের প্রাক্কলন পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও সুপারিশ এ বিষয়টি বিভিন্ন মিডিয়াতে প্রকাশিত হয়। উক্ত অস্বাভাবিক ব্যয়ের বিষয়ে গণপূর্ত অধিদপ্তর হতে ১৯-০৫-২০১৯ তারিখের ২৫.৩৬.০০০০.২১৩.২৭.৫১৩.২০১৯-৪২৭ নম্বর স্মারকে তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। পরবর্তীতে, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় থেকেও ১৯-০৫-২০১৯ তারিখের ২৫.০০.০০০.০৩১.১৪.০৮৯.১৭-২১০ নম্বর স্মারকে আরও একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। গণপূর্ত অধিদপ্তর এবং এ মন্ত্রণালয় হতে গঠিত কমিটি কর্তৃক দাখিলকৃত তদন্ত প্রতিবেদনে আসবাবপত্র ও প্রয়োজনীয় সামগ্রী ক্রয় এবং ভবনে উঠানোর কাজে পিপিআর এর ব্যত্যয় ঘটিয়ে দরপত্র আহ্বানের পূর্বেই তার বিরুদ্ধে মালামাল গ্রহণের বিষয়টি প্রমাণিত হয়েছে। তদন্ত কমিটির সুপারিশ মোতাবেক তিনি অস্বাভাবিক ব্যয়ের প্রাক্কলন পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও সুপারিশ এর সাথে সরাসরি জড়িত থেকে দায়িত্ব পালনে অবহেলা করেন। উক্ত অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩ এর উপবিধি (খ) অনুযায়ী 'অসদাচরণ' এর অভিযোগে ০১/২০১৯ নম্বর বিভাগীয় মামলা রুজু করে তার বর্তমান ও স্থায়ী ঠিকানায় 'অভিযোগনামা' ও 'অভিযোগ বিবরণী' প্রেরণ করা হয়;

০২। যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা ২২-১০-২০১৯ তারিখ লিখিত জবাব দাখিল করেন এবং গত ২২-১২-২০২০ তারিখ তার ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণ করা হয়। বিভাগীয় মামলাটি তদন্ত করার জন্য এ মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব জনাব ফারুক আহম্মেদকে সভাপতি, যুগ্মসচিব জনাব মোঃ মনিরুজ্জামান মিঞাকে সদস্য এবং সিনিয়র সহকারী সচিব জনাব মোঃ আশিক উন নবী তালুকদার কে সদস্য-সচিব করে ০৩ (তিন) সদস্য বিশিষ্ট একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। গঠিত কমিটি কর্তৃক অভিযুক্ত কর্মকর্তা জনাব এ. কে. এম জিল্লুর রহমান, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব)(রিজার্ভ)(সাময়িক বরখাস্তকৃত), গণপূর্ত অধিদপ্তর, ঢাকা ও সাবেক তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব), রাজশাহী গণপূর্ত সার্কেল, রাজশাহী এর বিরুদ্ধে আনীত দুটি অভিযোগের মধ্যে দরপত্র আহ্বানের পূর্বেই মালামাল গ্রহণের সাথে সরাসরি জড়িত থেকে দায়িত্ব পালনে অবহেলা সংক্রান্ত অভিযোগটি প্রমাণিত হয়নি; কিন্তু অস্বাভাবিক ব্যয়ের প্রাক্কলন পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও সুপারিশ এর সাথে সরাসরি জড়িত থেকে দায়িত্ব পালনে অবহেলা সংক্রান্ত অভিযোগটি প্রমাণিত হওয়ায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) মোতাবেক আনীত 'অসদাচরণ' এর অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে মর্মে প্রতিবেদন দাখিল করা হয়;

০৩। যেহেতু, তদন্ত প্রতিবেদন মোতাবেক অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় বিভাগীয় মামলায় ধারাবাহিকতা অনুসরণ করে অভিযুক্ত কর্মকর্তাকে ১৮ মে ২০২৫ তারিখ দ্বিতীয় কারণ দর্শানোর নোটিশ তার বর্তমান ও স্থায়ী ঠিকানায় প্রেরণ করা হয়। অভিযুক্ত কর্মকর্তা ২৫-০৫-২০২৫ তারিখ দ্বিতীয় কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব দাখিল করেন। প্রাপ্ত জবাব সন্তোষজনক বিবেচিত না হওয়ায় গুরুদণ্ড প্রদানের উদ্দেশ্যে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৪ এর উপবিধি ৩ এর (ক) অনুযায়ী তাকে 'নিম্নপদে অবনমিতকরণ' গুরুদণ্ড প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সে মোতাবেক বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন (পরামর্শ) প্রবিধানমালা, ১৯৭৯ এর সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি-৭ এর উপবিধি-১০ মোতাবেক বাংলাশে সরকারী কর্ম কমিশনে পরামর্শ প্রদানের জন্য অনুরোধ পত্র প্রেরণ করা হয়। বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন জনাব এ. কে. এম. জিল্লুর রহমানকে 'নিম্নপদে অবনমিতকরণ' গুরুদণ্ড প্রদানের সিদ্ধান্তের সাথে একমত পোষণ করায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৪ এর উপবিধি ৩ এর (ক) অনুযায়ী তাকে 'নিম্নপদে অবনমিতকরণ' গুরুদণ্ড দেয়া প্রয়োজন;

৪। যেহেতু, বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের মতামত, বিভাগীয় মামলার সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র এবং প্রাসঙ্গিক সকল বিষয় পর্যালোচনা করে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৪ উপবিধি ৩ এর (ক) অনুযায়ী জনাব এ. কে. এম. জিল্লুর রহমানকে 'নিম্নপদে অবমিতকরণ' গুরুদণ্ড প্রদানের সিদ্ধান্ত বহাল রাখা হয় এবং যেহেতু নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ হিসেবে মহামান্য রাষ্ট্রপতি জনাব এ. কে. এম. জিল্লুর রহমানকে 'নিম্নপদে অবনমিতকরণ' গুরুদণ্ড আরোপের প্রস্তাবে সানুগ্রহ অনুমোদন প্রদান করেছেন;

০৫। সেহেত, জনাব এ. কে. এম. জিল্লুর রহমান, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (চলতি দয়িত্ব)(রিজার্ভ)(সাময়িক বরখাস্তকৃত), গণপূর্ত অধিদপ্তর, ঢাকা ও সাবেক তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, রাজশাহী গণপূর্ত সার্কেল, রাজশাহী এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) অনুযায়ী 'অসদাচরণ' এর অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় তাকে 'অসদাচরণ' এর অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করে একই বিধিমালার বিধি ৪ এর উপবিধি ৩(ক) অনুযায়ী 'নিম্নপদে অবনমিতরণ' গুরুদণ্ড প্রদান করা হলো;

০৬। অভিযুক্ত কর্মকর্ত জনাব এ. কে. এম. জিল্লুর রহমান, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (চলতি দয়িত্ব)(রিজার্ভ)(সাময়িক বরখাস্তকৃত), গণপূর্ত অধিদপ্তর, ঢাকা ও সাবেক তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, রাজশাহী গণপূর্ত সার্কেল, রাজশাহীকে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের ২৪ জুলাই ২০১৯ তারিখের ২৫.০০.০০০০.০১৩.২৭.০০৪.১৯-১২৫ নং প্রজ্ঞাপনমূলে প্রদত্ত সাময়িক বরখাস্ত আদেশ প্রত্যাহার করা হলো;

০৭। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং **২৫.০০.০০০০.০১৮.২৭.০২৩.১৯-৩৮৪**—যেহেতু, জনাব মোঃ রফিকুজ্জামান, সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল)(সাময়িক বরখাস্তকৃত), পাবনা গণপূর্ত সার্কেল, পাবনায় কর্মরত থাকা অবস্থায় রূপপুর গ্রীণসিটি প্রকল্পের নির্মাণাধীন ২০ ও ১৬ তলা ভবনের আসবাবপত্র ও প্রয়োজনীয় সামগ্রী ক্রয় এবং ভবনে উঠানোর কাজে অস্বাভাবিক ব্যয়ের প্রাক্কলন পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও সুপারিশ এ বিষয়টি বিভিন্ন মিডিয়াতে প্রকাশিত হয়। উক্ত অস্বাভাবিক ব্যয়ের বিষয়ে গণপূর্ত অধিদপ্তর হতে ১৯-০৫-২০১৯ তারিখের ২৫.৩৬.০০০০. ২১৩.২৭.৫১৩.২০১৯-৪২৭ নম্বর স্মারকে তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। পরবর্তীতে, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় থেকেও ১৯-০৫-২০১৯ তারিখের ২৫.০০.০০০.০৩১.১৪.০৮৯.১৭-২১০ নম্বর স্মারকে আরও একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। গণপূর্ত অধিদপ্তর এবং এ মন্ত্রণালয় হতে গঠিত কমিটি কর্তৃক দাখিলকৃত তদন্ত প্রতিবেদনে আসবাবপত্র ও প্রয়োজনীয় সামগ্রী ক্রয় এবং ভবনে উঠানোর কাজে অস্বাভাবিক ব্যয়ের বিষয়টি প্রমাণিত হয়েছে। তদন্ত কমিটির সুপারিশ মোতাবেক তিনি অস্বাভাবিক ব্যয়ের প্রাক্কলন প্রস্তুত এর সাথে সরাসরি জড়িত থেকে দায়িত্ব পালনে অবহেলা করেন। উক্ত অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩ এর উপবিধি (খ) অনুযায়ী 'অসদাচরণ' এর বিধি ৩ এর উপবিধি (খ) অনুযায়ী 'অসদাচরণ' এর অভিযোগে ০৮/২০১৯ নম্বর বিভাগীয় মামলা রুজু করে তার বর্তমান ও স্থায়ী ঠিকানায় 'অভিযোগনামা' ও 'অভিযোগ বিবরণী' প্রেরণ করা হয়;

০২। যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা ২০-১০-২০১৯ তারিখ লিখিত জবাব দাখিল করেন এবং গত ১১-০২-২০২০ তারিখ তার ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণ করা হয়। অত:পর, বিভাগীয় মামলাটি তদন্ত করার জন্য এ মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব জনাব ফারুক আহম্মেদকে সভাপতি, যুগ্মসচিব জনাব মোঃ মনিরুজ্জামান মিঞাকে সদস্য এবং সিনিয়র সহকারী সচিব জনাব মোঃ আশিক উন নবী তালুকদার কে সদস্য-সচিব করে ০৩ (তিন) সদস্য বিশিষ্ট একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। গঠিত কমিটি কর্তৃক অভিযুক্ত কর্মকর্তা জনাব মোঃ রফিকুজ্জামান, (সাময়িক বরখাস্তকৃত), সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল), পাবনা গণপূর্ত সার্কেল, পাবনা উপ-সহকারী প্রকৌশলী, পাবনা গণপূর্ত উপ-বিভাগ-১ এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) মোতাবেক আনীত 'অসদাচরণ' এর অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে মর্মে প্রতিবেদন দাখিল করা হয়;

০৩। যেহেতু, তদন্ত প্রতিবেদন মোতাবেক অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় বিভাগীয় মামলার ধারাবাহিকতা অনুসরণ করে অভিযুক্ত কর্মকর্তাকে ১৭ জুন ২০২৫ তারিখ দ্বিতীয় কারণ দর্শানোর নোটিশ তার বর্তমান ও স্থায়ী ঠিকানায় প্রেরণ করা হয়। অভিযুক্ত কর্মকর্তা ০১-০৭-২০২৫ তারিখ দ্বিতীয় কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব দাখিল করেন। প্রাপ্ত জবাব সন্তোষজনক বিবেচিত না হওয়ায় গুরুদণ্ড প্রদানের উদ্দেশ্যে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৪ এর উপবিধি ৩ এর (গ) অনুযাযী তাকে 'চাকুরী হতে অপসারণ' গুরুদণ্ড প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সে মোতাবেক বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন (পরামর্শ) প্রবিধানমালা, ১৯৭৯ এর সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি-৭ এর উপবিধি-১০ মোতাবেক বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনে পরামর্শ প্রদানের জন্য অনুরোধ পত্র প্রেরণ করা হয়। বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন জনাব মোঃ রফিকুজ্জামানকে 'চাকুরী হতে অপসারণ' গুরুদণ্ড প্রদানের সিদ্ধান্তের সাথে একমত পোষণ করায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৪ এর উপবিধি ৩ এর (গ) অনুযায়ী তাকে 'চাকুরী হতে অপসারণ' গুরুদণ্ড দেয়া প্রয়োজন;

৪। যেহেতু, বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের মতামত, বিভাগীয় মামলার সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র এবং প্রাসঙ্গিক সকল বিষয় পর্যালোচনা করে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৪ উপবিধি ৩ এর (গ) অনুযায়ী জনাব মোঃ রফিকুজ্জামানকে 'চাকুরী হতে অপসাররণ' গুরুদণ্ড দেয়া প্রদানের সিদ্ধান্ত বহাল রাখা হয় এবং যেহেতু নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ হিসেবে মহামান্য রাষ্ট্রপতি জনাব মোঃ রফিকুজ্জামানকে 'চাকুরী হতে অপসারণ' গুরুদণ্ড আরোপের প্রস্তাবে সানুগ্রহ অনুমোদন প্রদান করেছেন;

০৫। সেহেতু, জনাব মোঃ রফিকুজ্জামানকে, সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল) (সাময়িক বরখাস্তকৃত), পাবনা গণপূর্ত সার্কেল, পাবনা এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) অনুযায়ী 'অসদাচরণ' এর অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় তাকে 'অসদাচরণ' এর অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করে একই বিধিমালার বিধি ৪ এর উপবিধি ৩ এর (গ) অনুযায়ী 'চাকুরী হতে অপসারণ' গুরুদণ্ড প্রদান করা হলো।

০৬। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

তারিখ: ০৯ আশ্বিন ১৪৩২/২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫

নং **২৫.০০.০০০০.০১৮.২৭.০৩৭.১৯-৩৮৭**—যেহেতু, জনাব মোঃ সফিউজ্জামান উপ-সহকারী প্রকৌশলী (ই/এম), পাবনা গণপূর্ত উপ বিভাগ, পাবনায় কর্মরত অবস্থায় রূপপুর গ্রীণসিটি প্রকল্পের নির্মাণাধীন ২০ ও ১৬ তলা ভবনের আসবাবপত্র ও প্রয়োজনীয় সামগ্রী ক্রয় এবং ভবনে উঠানোর কাজে অস্বাভাবিক ব্যয়ের বিষয়টি বিভিন্ন মিডিয়াতে প্রকাশিত হয়। উক্ত অস্বাভাবিক ব্যয়ের বিষয়ে গণপূর্ত অধিদপ্তর হতে ১৯-০৫-২০১৯ তারিখের ২৫.৩৬.০০০০.২১৩. ২৭.৫১৩.২০১৯-৪২৭ নম্বর স্মারকে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। পরবর্তীতে, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় থেকে ও ১৯-০৫-২০১৯ তারিখের ২৫.০০.০০০.০৩১. ১৪.০৮৯.১৭-২১০ নম্বর স্মারকে আরও একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। গণপূর্ত অধিদপ্তর ও এ মন্ত্রণালয় হতে গঠিত কমিটি কর্তৃক দাখিলকৃত তদন্ত প্রতিবেদনে আসবাবপত্র ও প্রয়োজনীয় সামগ্রী ক্রয় এবং ভবনে উঠানোর কাজে অস্বাভাবিক ব্যয়ের বিষয়টি প্রমাণিত হয়েছে। তদন্ত কমিটির সুপারিশ মোতাবেক তিনি অস্বাভাবিক ব্যয়ের প্রাক্কলন প্রস্তুত কাজের সাথে সরাসরি জড়িত থেকে দায়িত্ব পালনে অবহেলা করেন। উক্ত অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩ এর উপবিধি (খ) অনুযায়ী 'অসদাচরণ' এর অভিযোগে ০৯/২০১৯ নম্বর বিভাগীয় মামলা রুজু করে 'অভিযোগনামা' ও 'অভিযোগ বিবরণী' তার বর্তমান ও স্থায়ী ঠিকানায় প্রেরণ করা হয়;

০২। যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা ১০-১০-২০১৯ তারিখ লিখিত জবাব দাখিল করেন গত ১৩-০২-২০২০ তারিখ তার ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণ করা হয়। অত:পর, বিভিাগীয় মামলাটি তদন্ত করার লক্ষ্যে এ মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব জনাব ফারুক আহম্মেদকে সভাপতি, যুগ্মসচিব জনাব মোঃ মনিরুজ্জামান মিঞাকে সদস্য এবং সিনিয়র সহকারী সচিব জনাব মোঃ আশিক উন নবী তালুকদার কে সদস্য-সচিব করে ০৩ (তিন) সদস্য বিশিষ্ট একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। তদন্ত কমিটি কর্তৃক দাখিলকৃত প্রতিবেদনে অভিযুক্ত কর্মকর্তা জনাব মোঃ সফিউজ্জামান, উপ-সহকারী প্রকৌশলী (ই/এম), পাবনা গণপূর্ত উপ-বিভাগ, পাবনা-এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) মোতাবেক আনীত 'অসদাচরণ' এর অভিযোগ প্রমানিত হয়নি মর্মে প্রতিবেদন দাখিল করা হয়;

০৩। যেহেতু, বিভাগীয় মামলাটি পুনরায় তদন্ত করে প্রতিবেদন দাখিলের জন্য সংশ্লিষ্ট কমিটিকে অনুরোধ করা হলে তদন্ত কমিটি পুন:তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করে। তদন্ত কমিটি কর্তৃক পুণরায় অভিযুক্ত কর্মকর্তা জনাব মোঃ সফিউজ্জামন (বর্তমানে অবসরে), উপ-সহকারী প্রকৌশলী (ই/এম), পাবনা গণপূর্ত বিভাগ, পাবনা এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮-এর বিধি ৩(খ) মোতাবেক আনীত 'অসদাচরণ' এর অভিযোগ প্রমাণিত হয়নি মর্মে প্রতিবেদন দাখিল করা হয়।

০৪। সেহেতু, জনাব মোঃ সফিউজ্জামান (বর্তমানে অবসর), উপ-সহকারী প্রকৌশলী (ই/এম), পাবনা গণপূর্ত উপ-বিভাগ, পাবনা-এর বিরুদ্ধে রুজুকৃত বিভাগীয় মামলা সংশ্লিষ্ট নথি, দাখিলকৃত কাগজপত্র এবং তদন্ত প্রতিবেদনের মতামত অনুযায়ী অভিযোগ প্রমাণিত না হওয়ায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) অনুযায়ী 'অসদাচরণ' এর অভিযোগে রুজুকৃত ০৯/২০১৯ নম্বর বিভাগীয় মামলা হতে তাকে অব্যহতি প্রদান করা হলো।

০৫। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং **২৫.০০.০০০০.০১৮.২৭.০৪০.১৯-৩৮৮**—যেহেতু, জনাব মোঃ আশরাফুল ইসলাম নির্বাহী প্রকৌশলী ই/এম, গণপূর্ত ই/এম পিএন্ডডি বিভাগ, রাজশাহী গণপূর্ত জোন, রাজশাহীতে কর্মরত অবস্থায় রূপপুর গ্রীণসিটি প্রকল্পের নির্মাণাধীন ২০ ও ১৬ তলা ভবনের আসবাবপত্র ও প্রয়োজনীয় সামগ্রী ক্রয় এবং ভবনে উঠানোর কাজে অস্বাভাবিক ব্যয় প্রাক্কলন এর ব্যয়ের বিষয়টি বিভিন্ন মিডিয়াতে প্রকাশিত হয়। উক্ত অস্বাভাবিক ব্যয়ের বিষয়ে গণপূর্ত অধিদপ্তর হতে ১৯-০৫-২০১৯ তারিখের ২৫.৩৬.০০০০.২১৩.২৭.৫১৩.২০১৯-৪২৭ নম্বর স্মারকে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। পরবর্তীতে, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় থেকেও ১৯-০৫-২০১৯ তারিখের ২৫.০০.০০০. ০৩১.১৪.০৮৯.১৭-২১০ নম্বর স্মারকে আরও একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। গণপূর্ত অধিদপ্তর এবং এ মন্ত্রণালয় হতে গঠিত কমিটি কর্তৃক দাখিলকৃত তদন্ত প্রতিবেদনে আসবাবপত্র ও প্রয়োজনীয় সামগ্রী ক্রয় এবং ভবনে উঠানোর কাজে অস্বাভাবিক ব্যয়ের বিষয়টি প্রমাণিত হয়েছে। তদন্ত কমিটির সুপারিশ মোতাবেক তিনি অস্বাভাবিক ব্যয়ের প্রাক্কলন যাচাই-বাছাই ও অনুমোদনের সাথে সরাসরি জড়িত থেকে দায়িত্ব পালনে অবহেলা করেন। উক্ত অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩ এর উপবিধি (খ) অনুযায়ী "অসদাচরণ" এর অভিযোগে ০৮/২০১৯ নম্বর বিভাগীয় মামলা রুজু করে 'অভিযোগনামা' ও 'অভিযোগ বিবরণী' তার বর্তমান ও স্থায়ী ঠিকানায় প্রেরণ করা হয়;

০২। যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা ২৩-১০-২০১৯ তারিখ লিখিত জবাব দাখিল করেন গত ১২-০২-২০২০ তারিখ তার ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণ করা হয়। অত:পর, বিভাগীয় মামলাটি তদন্ত করার লক্ষ্যে এ মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব জনাব ফারুক আহম্মেদকে সভাপতি, যুগ্মসচিব জনাব মোঃ মনিরুজ্জামান মিঞাকে সদস্য এবং সিনিয়র সহকারী সচিব জনাব মোঃ আশিক উন নবী তালুকদার কে সদস্য-সচিব করে ০৩ (তিন) সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হয়। তদন্ত কমিটি কর্তৃক দাখিলকৃত প্রতিবেদনে অভিযুক্ত কর্মকর্তা জনাব মোঃ আশরাফুল ইসলাম, নির্বাহী প্রকৌশলী (ই/এম), গণপূর্ত ই/এম বিভাগ-১, ঢাকা ও সাবেক নির্বাহী প্রকৌশলী (ই/এম), গণপূর্ত ই/এম পিএন্ডডি বিভাগ, রাজশাহী গণপূর্ত জোন-এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) মোতাবেক আনীত 'অসদাচরণ' এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়নি মর্মে প্রতিবেদন দাখিল করা হয়;

০৩। যেহেতু, বিভাগীয় মামলাটি পুনরায় তদন্ত করে প্রতিবেদন দাখিলের জন্য সংশ্লিষ্ট কমিটিকে অনুরোধ করা হলে তদন্ত কমিটি পুন:তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করে। তদন্ত কমিটি কর্তৃক পুণরায় অভিযুক্ত কর্মকর্তা জনাব মোঃ আশরাফুল ইসলাম নির্বাহী প্রকৌশলী (ই/এম), সাবেক নির্বাহী প্রকৌশলী (ই/এম), গণপূর্ত ই/এম পিএন্ডডি বিভাগ, রাজশাহী-এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮-এর বিধি ৩(খ) মোতাবেক আনীত 'অসদাচরণ' এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়নি মর্মে মতামত প্রদান করা হয়;

০৪। সেহেতু, জনাব আশরাফুল ইসলাম নির্বাহী প্রকৌশলী (ই/এম), গণপূর্ত ই/এম বিভাগ-১, ঢাকা ও সাবেক নির্বাহী প্রকৌশলী (ই/এম), গণপূর্ত ই/এম পিএন্ডডি বিভাগ, রাজশাহী গণপূর্ত জোন, রাজশাহী এর বিরুদ্ধে রুজুকৃত বিভাগীয় মামলা সংশ্লিষ্ট নথি দাখিলকৃত কাগজপত্র তদন্ত প্রতিবেদনের মতামত অনুযায়ী অভিযোগ প্রমানিত না হওয়ায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮-এর বিধি ৩(খ) অনুযায়ী 'অসদাচরণ' এর অভিযোগ রুজুকৃত ৮/২০১৯ নম্বর বিভাগীয় মামলা হতে তাকে অব্যহতি প্রদান করা হলো।

০৫। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ নজরুল ইসলাম
সচিব।

প্রশাসন অধিশাখা-১৭

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ৭ আশ্বিন ১৪৩২/২২ সেপ্টেম্বর ২০২৫

নং **২৫.০০.০০০০.০৫৩.২৮.০০২.২০১৬.৩৪৮**—কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১৬ এর ধারা ৫ এর ১(ঢ) এবং ৫(৫) উপধারা অনুযায়ী সরকার নিম্নবর্ণিত ০৩ (তিন) জন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে ২২ সেপ্টেম্বর ২০২৫ হতে ২১ সেপ্টেম্বর ২০২৮ তারিখ পর্যন্ত ০৩ (তিন) বছরের জন্য কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের সদস্য হিসেবে নিয়োগ প্রদান করেছে:

১. প্রফেসর ডাঃ মায়েনু, ঠিকানাঃ ১০৭, বার্মিজ স্কুল রোড, কক্সবাজার-৪৭০০, বাংলাদেশ।

২. জনাব রকিয়ত উল্লাহ, আমানত উল্লাহর বাড়ি, উত্তর নলবিলা, কালারমারছড়া-৪৭১০, মহেশখালী, কক্সবাজার

৩. জনাব মোঃ সরওয়ার আলম, হোটেল আলহেরা ঝাউতলা, উত্তর বাহারছড়া (আংশিক), ঝাউতলা, কক্সবাজার।

২। এ আদেশ জনস্বার্থে জারি করা হলো এবং অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

এ, কে, এম লিয়াকত হোসেন
সহকারী সচিব।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
ঔষধ প্রশাসন-১ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ৩ আশ্বিন ১৪৩২/১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫

নং **৪৫.০০.০০০০.১৮২.১৩.০০১.২১.২১২**—যেহেতু জনাব মোঃ নূরুল ইসলাম, পরিচালক (চ.দা), ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর বিজ্ঞ দায়ারা জজ আদালত, রাজবাড়ীর ড্রাগ কেইস নং-০১/১৯৯২ এ সাজা প্রাপ্ত হয়েছেন। ড্রাগ (কন্ট্রোল) অর্ডিন্যান্স, ১৯৮২ এর ১৭ ধারায় অনুযায়ী দোষী সাব্যস্ত করে তাকে ০৫ (পাঁচ) বছরের সশ্রম কারাদণ্ড ও ১,০০,০০০/= (এক লক্ষ) টাকা জারিমানা, অনাদায়ে ০৬ (ছয়) মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ডের আদেশের রায় প্রদান করা হয়;

যেহেতু, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের ২৯-১২-২০১৯ তারিখের ৪৫.০০.০০০০.১৮২.৯৯.০০৮.১৬.৩০৮ স্মারকে বাংলাদেশ সার্ভিস রুলস (পার্ট-১) এর ৭৩ নং বিধির নোট-২ অনুযায়ী ফৌজদারি অভিযোগে জেলে আটক হওয়ায় তাকে ২৫-০৮-২০১৯ তারিখ থেকে সরকারি চাকরি হতে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হয়;

যেহেতু, বিজ্ঞ দায়রা জজ আদালত, রাজবাড়ী কর্তৃক প্রদত্ত রায়ের বিরুদ্ধে তিনি ড্রাগ (কন্ট্রোল) অর্ডিন্যান্স, ১৯৮২ এর ২৩(৮) ধারা মোতাবেক মহামান্য সুপ্রীম কোর্টের মাননীয় হাইকোর্ট ডিভিশনে আপিল আবেদন (ক্রিমিলান আপিল নং-৯৫২৩/২০১৯) দাখিল করেন। বিজ্ঞ আদালত তার আপিল মঞ্জুর করেন এবং ০২-১২-২০২০ তারিখে ড্রাগ কেইস নং-০১-১৯৯২ হতে তার অনুকূলে অব্যাহতিসহ বেকসুর খালাসের রায় প্রদান করেন;

যেহেতু তার বিরুদ্ধে দাখিলকৃত 'ক্রিমিনাল পিটিশন ফর লীভ টু আপিল (সিপিএলএ)' নং-৮৮২/২০২১ গত ২৮-১০-২০২৪ তারিখে আপিলেট ডিভিশনে খারিজ (Dismissed) পূর্বক হাইকোর্ট ডিভিশন কর্তৃক তার অনুকূলে প্রদত্ত 'ক্রিমিনাল আপিল নং ৯৫২৩/২০১৯ এর ০২-১২-২০২০ তারিখের রায়ের আদেশ বহাল রাখা হয় এবং হাইকোর্ট ডিভিশনে ড্রাগ কেইস নং-০১/১০৯২ হতে তাকে অব্যাহতিসহ বেকসুর খালাস দেয়া হয়;

সেহেতু, সরকারি চাকরি আইন, ২০১৮ (২০১৮ সালের ৫৭ নং আইন) এর ধারা ৩৯(৩) ও ৪২(৬) অনুযায়ী জনাব মোঃ নূরুল ইসলাম এর সাময়িক বরখাস্তকরণ সংক্রান্ত স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের পূর্বোক্তি প্রজ্ঞাপনটি প্রত্যাহার করা হলো। তার সাময়িক বরখাস্তরে সময়কালকে বিধি মোতাবেক কার্যকাল হিসেবে গণ্য করার জন্য বলা হলো।

জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ সাইদুর রহমান
সচিব।

পার-৩ শাখা

আদেশ

তারিখ: ৭ আশ্বিন ১৪৩২/২২ সেপ্টেম্বর ২০২৫

নং **৪৫.০০.০০০০.১৪৯.২৭.০০২.২৫-৭৫২/১(১০)**—যেহেতু, ডাঃ মোঃ আবুল কাশেম (১২৪৫৮৭), আবাসিক মেডিকেল অফিসার, সদর হাসপাতাল, পঞ্চগড় কর্তৃক রোগীর আত্মীয়ের সাথে অপেশাদারসুলভ আচরণ, অশ্লীল কথাবার্তা ও দুর্ব্যবহার করেন যা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে;

যেহেতু, তার এহেন আচরণ সরকারি কর্মচারী আচরণ বিধিমালার পরিপন্থী এবং সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা ২০১৮ এর ৩(খ) বিধি মোতাবেক 'অসদাচরণ' হিসেবে গণ্য;

যেহেতু, তার এহেন অপেশাদার আচরণের জন্য তাকে সরকারি চাকরি হতে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে;

এক্ষণে সেহেতু, তাকে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা ২০১৮ এর ১২(১) বিধি মোতাবেক আদেশ জারির তারিখ হতে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হলো;

প্রচলিত নিয়ম মোতাবেক তিনি সাময়িক বরখাস্তকালীন সময়ে খোরপোশ ভাতাদি প্রাপ্য হবেন।

মোঃ সাইদুর রহমান
সচিব।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
[কাস্টমসঃ রপ্তানি ও বন্ড শাখা]

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ০৯ আশ্বিন, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ/২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ

নং ১০৬/২০২৫/কাস্টমস/৩৫৩—কাস্টমস আইন, ২০২৩ এবং ধারা ১২ (২) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে, জাতীয় রাজস্ব কর্তৃক চট্টগ্রামে অবস্থিত মেসার্স ট্রাইডেন্ট ট্রেডিং কোম্পানী লিমিটেড [বন্ডেড ওয়্যারহাউস লাইসেন্স নং-৫(১৩)কাবক/চট্টঃ/শীপ স্টোরস বন্ড/লাইঃ০৪/২০১৪, তারিখ: ০৮-০৬-২০১৪ খ্রি.] নামীয় Ship Stores & Crew Bonded Warehouse (Duty Free Shop) প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরের বার্ষিক আমদানি প্রাপ্যতা প্রদান করা হলো:

ক্র. নং	পণ্যের বিবরণ	আমদানি প্রাপ্যতা (মাঃ ডলার)
১	Marine Paints and Coatings, Thinners & Solvents, Painting Equipments & Accessories, Petrolium Products, Petrolium Oil, Lubricants, Petrolium Lubricationg Oils, Greases, Marine Chemicals, Cleaning Solvents & Equipment, Gas Field Cylinders-Oxygen, Acetylene, Freo etc, Welding Equipments/Accessories/ Consumables/E;ectrodes etc, Ropes all types, Safety Equipments, Fire Fighting Equipments, Life Saving Equipments, Nautical Equipments, Medicines, Electrical/Mechanical/Pneumatics Equipments & Accessories, Hand Tools/Cutting or Measuring Tools, Books, Nautical Publications, Catalogues & Stationaries, Machinery Spares/Engine Spares/ Zinc/Aluminium/Magnesium Anodes, Engine Stores, Deck Stores, Saloon Stores, Food Items-Frozen & Canned Foods, Non-alcoholic Beverages, Fresh & Dry Foods, Dairy Milk Foods etc. All Items of "Ship Stores Catalogue" Published by ISSA (international Ships Suppliers Association).	৫,০০,০০০.০০
২	Provision & Food, Bonded Stores All Types	
	মোট = (পাঁচ লক্ষ মার্কিন ডলার)	৫,০০,০০০.০০

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আদেশক্রমে

সুরাইয়া সুলতানা
দ্বিতীয় সচিব (কাস্টমসঃ রপ্তানি ও বন্ড)।

ভূমি মন্ত্রণালয়
জরিপ-২ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ৭ আশ্বিন ১৪৩২ বঙ্গাব্দ/২২ সেপ্টেম্বর ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ

নং **৩১.০০.০০০০.০০০.০৪৯.৩৩.০০৭৬.২৪.১৮৯**—The Survey Act, 1875 (১৮৭৫ সনের ৫ম আইন) এর ৩ ধারা এবং The State Acquisition And Tenancy Act, 1950 (১৯৫১ সনের ২৮ নম্বর আইন) এর ১৪৪ ধারার ১ নম্বর উপ-ধারায় বর্ণিত ক্ষমতাবলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক ফরিদপুর জোনাল সেটেলমেন্ট এর আওতাধীন নিম্নবর্ণিত ১৫(পনেরো) টি মৌজার ডিজিটাল পদ্ধতিতে জরিপ আরাম্ভ করার প্রশাসনিক অনুমোদন জ্ঞাপন করা হলো:

ক্রমিক নম্বর	মৌজার নাম	জে.এল.নম্বর	উপজেলার নাম	জেলার নম
১	চর মধ্য টেপখোলা	১১৩	ফরিদপুর সদর	ফরিদপুর
২	কামারগাঁও	১৫০	ফরিদপুর সদর	ফরিদপুর
৩	ছোট আদমপুর	১৫১	ফরিদপুর সদর	ফরিদপুর
৪	হাতিঘাটা	১৫২	ফরিদপুর সদর	ফরিদপুর

ক্রমিক নম্বর	মৌজার নাম	জে.এল.নম্বর	উপজেলার নাম	জেলার নম
৫	শেখদিয়া	১৫৩	ফরিদপুর সদর	ফরিদপুর
৬	কল্যাণপুর	১৫	চরভদ্রাসন	ফরিদপুর
৭	চর নন্দলালপুর	০৪	রাজবাড়ী সদর	রাজবাড়ী
৮	উত্তর উজানচর	৮৭	গোয়ালন্দ	রাজবাড়ী
৯	ক্ষিরপাড়া	৮২	নড়িয়া	শরীয়তপুর
১০	পাঁচগাঁও	১০৬	নড়িয়া	শরীয়তপুর
১১	শ্রীপুর	১১৭	নড়িয়া	শরীয়তপুর
১২	উত্তর চর বিশকাটালী	৯৬	গোসাইরহাট	শরীয়তপুর
১৩	বেড়াচাকী	৮৭	ভেদরগঞ্জ	শরীয়তপুর
১৪	বড়দিয়া	৬৭	জাজিরা	শরীয়তপুর
১৫	ঘোষের চর	১০৬	গোপালগঞ্জ সদর	গোপালগঞ্জ

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ ইব্রাহীম মিয়াজী
সহকারী সচিব।

অর্থ মন্ত্রণালয়
আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ
বীমা-২ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ০৬ আশ্বিন ১৪৩২ বঙ্গাব্দ/২১ সেপ্টেম্বর ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ

নং ৫৩.০০.০০০০.০০০.৪১১.১১.০০০১.২৪-৩৩৮—বীমা কর্পোরেশন আইন, ২০১৯-এর ধারা ৯(১)(খ)-এর বিধান অনুযায়ী জীবন বীমা কর্পোরেশন-এর পরিচালনা বোর্ডে আর্থিক বিভাগের প্রতিনিধি ক্যাটাগরিতে পরিচালক হিসেবে ইতোপূর্বে নিয়োগপ্রাপ্ত মিজ মীনাক্ষী বর্মন (পরিচিতি নম্বর-১৫৪৯৪), যুগ্মসচিব-এর স্থলে মিজ্ ছানিয়া আক্তার (পরিচিতি নম্বর-১৫৭১২), যুগ্মসচিব, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ-কে তাঁর যোগদানের তারিখ হতে পরবর্তী ৩ (তিন) বছর অথবা আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগে চাকুরিরত থাকাকালীন মেয়াদে (যেটি পূর্বে ঘটে) পরিচালক হিসেবে নিয়োগ প্রদান করা হলো।

০২। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোহাম্মদ আবরাউল হাসান মজুমদার
উপসচিব।

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
শৃঙ্খলা, বিধি ও মতামত শাখা

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ: ২৮ শ্রাবণ ১৪৩২ বঙ্গাব্দ/১২ আগস্ট ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ

নং ৪৯.০০.০০০০.০৫০.২৭.০১৫.২৫–১০৩—যেহেতু, জনাব মোঃ মনোয়ার হোসেন, ইন্স্ট্রাক্টর (কম্পিউটার অপারেশন), চাঁপাইনবাবগঞ্জ-এর বিরুদ্ধে উক্ত কেন্দ্রে কর্মকালীন সময়ে স্বনির্ভর কম্পিউটার কোর্সের দায়িত্ব পালনকালে সম্মানী বাবদ অতিরিক্ত ২৫,৫৫২.৮৮/- (পঁচিশ হাজার পাঁচশত বায়ান্ন টাকা আটাশি পয়সা) টাকা গ্রহণের বিষয়টি বিএমইটি কর্তৃক তদন্তে প্রমাণিত হয়। এই অসদাচরণের বিষয়ে বিভাগীয় মামলা নং-০৭/২০২৫ রুজুপূর্বক গত ১৮-০৬-২০২৫ খ্রি. তারিখে অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী প্রেরণপূর্বক কারণ দর্শানোর নির্দেশ প্রদান করা হয়এবং একই সাথে তিনি ব্যক্তিগত শুনানী চান কিনা তা জানতে চাওয়া হয়;

০২। যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা জনাব মো: মনোয়ার হোসেন জবাবে জানান যে, ২০১৭/১৮ সালে তিনি চাঁপাইনবাবগঞ্জ টিটিসিতে চাকুরীকালীন সময়ে তিনি ভুল ও অজ্ঞতাবশত স্বনির্ভর কোর্সসমূহের কোর্স ফি হতে ২৫,৫৫২.৮৮/- (পঁচিশ হাজার পাঁচশত বায়ান্ন টাকা আটাশি পয়সা) টাকা অতিরিক্ত গ্রহণ করেছেন। ইতোপূর্বে ২৯-০৪-২০২৫ তারিখের বিএমইটির স্মারক নং ৮৫৬ মোতাবেক তিনি সহ আরো কয়েকজনকে অতিরিক্ত গ্রহণকৃত অর্থ ফেরত প্রদানের নির্দেশ প্রদান করা হয়। উক্ত নির্দেশ প্রদান করা হয়। উক্ত নির্দেশ অবগত হওয়ার সাথে সাথে তিনি তার অতিরিক্ত গ্রহণকৃত অর্থ ২৫,৫৫২.৮৮/- (পঁচিশ হাজার পাঁচশত বায়ান্ন টাকা আটাশি পয়সা) টাকা অত্র মন্ত্রণালয়ের কোড (চালান ট্র্যাকিং নম্বর: ২৪২৫-০০৩৩৯০৪৩১৫) এ গত ০৪-০৬-২০২৫ খ্রি. তারিখে জমা প্রদান করে লিখিতভাবে ও ইমেইলের মাধ্যমে বিএমইটির প্রশাসন (আইন ও বিধি) শাখা কে অবহিত করেন এবং ক্ষমা প্রার্থনা করেন। তিনি তার চাকুরি জীবনে সততা, শৃঙ্খলা ও নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালন করেছেন এবং কর্তব্য পালনে কোনোদিন কোনো অনীহা প্রকাশ করেননি। ইতোপূর্বে তার বিরুদ্ধে চাকুরী বিধিমালা পরিপন্থী কোনো অভিযোগ নাই। চাকুরী জীবনে প্রথমবারের মত অজ্ঞতাবশত অনাকাংখিত এই ভুলটি সম্পাদিত হওয়ায় তিনি গভীরভাবে অনুতপ্ত ও লজ্জিত। তিনি এই ভুলের জন্য নিঃশর্ত ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন;

০৩। যেহেতু, অদ্য ১১-০৮-২০২৫ খ্রি: তারিখে তাঁর ব্যক্তিগত শুনানী গ্রহণ করা হয়। শুনানীকালে অভিযুক্ত কর্মকর্তা মৌখিকভাবে জানান যে, বিএমইটি কর্তৃক প্রশিক্ষণ কোর্সসমূহের কোর্স ফি বন্টন বিষয়ে অতিরিক্ত কোর্স ফি বাবদ ২৫,৫৫২.৮৮/- (পঁচিশ হাজার পাঁচশত বায়ান্ন টাকা আটাশি পয়সা) টাকা ভুলবশত ও অজ্ঞতার কারণে গ্রহণ করেছেন। বিএমইটি হতে অতিরিক্ত গৃহীত অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা প্রদানের নির্দেশনা অনুসারে তিনি তা জমা প্রদান করেছেন; এবং

০৪। যেহেতু, উপস্থাপিত নথি ও কাগজপত্র পর্যালোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, বিধিমতে নির্ধারিত সম্মানী প্রদানের প্রাথমিক দায়িত্ব আয়ন ব্যয়ন কর্মকর্তা/হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তার। অভিযুক্ত কর্মকর্তার দায় এ ব্যপারে তেমন মূখ্য নয়, তবুও অতিরিক্ত গৃহীত সাকুল্য সম্মানীর ২৫,৫৫২.৮৮/- (পঁচিশ হাজার পাঁচশত বায়ান্ন টাকা আটাশি পয়সা) টাকা ইতিমধ্যে তিনি সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করেছেন;

০৫। সেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা জনাব মো: মনোয়ার হোসেন, ইন্সট্রাক্টর (কম্পিউটার অপারেশন), চাঁপাইনবাবগঞ্জ, টিটিসি-এর বক্তব্য ও সংশ্লিষ্ট নথিপত্র পর্যালোচনান্তে তাঁর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি (৩)(খ) মোতাবেক অসদাচরণ এর অভিযোগের দায় হতে তাঁকে একই বিধিমালার ৭(২)(ক) অনুযায়ী উক্ত বিভাগীয় মামলার দায় হতে অব্যাহতি প্রদান করা হল।

০৬। এ আদেশ জনস্বার্থে জারি করা হলো এবং তা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং ৪৯.০০.০০০০.০৫০.২৭.০১৬.২৫-১০৪—যেহেতু, মোসাঃ রিজিয়া সুলতানা, ইন্সট্রাক্টর (কম্পিউটার অপারেশন), টিটিসি, রাজশাহী (সাবেক টিটিসি দিনাজপুর)-এর বিরুদ্ধে উক্ত কেন্দ্রে কর্মকালীন সময়ে স্বনির্ভর কম্পিউটার কোর্সের দায়িত্ব পালনকালে সম্মানী বাবদ অতিরিক্ত ৫৬,৯০২/- (ছাপ্পান্ন হাজার নয়শত দুই) টাকা গ্রহণের বিষয়টি বিএমইটি কর্তৃক তদন্তে প্রমাণিত হয়। এই অসদাচরণের বিষয়ে বিভাগীয় মামলা নং-০৮/২০২৫ রূজুপূর্বক গত ১৮-০৬-২০২৫ খ্রি. তারিখে অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী প্রেরণপূর্বক কারণ দর্শানোর নির্দেশ প্রদান করা হয় এবং একই সাথে তিনি ব্যক্তিগত শুনানী চান কিনা তা জানতে চাওয়া হয়;

০২। যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা মোসাঃ রিজিয়া সুলতানা জবাবে জানান যে, ২০১৭/১৮ সালে তিনি দিনাজপুর টিটিসিতে চাকুরীকালীন সময়ে তিনি ভুল ও অজ্ঞতাবশত স্বনির্ভর কোর্সসমূহের কোর্স ফি হতে ৫৬৯০২/- (ছাপ্পান্ন হাজার নয়শত দুই) টাকা অতিরিক্ত গ্রহণ করেছেন। ইতোপূর্বে ২৯-০৪-২০২৫ খ্রি. তারিখের বিএমইটির স্মারক নং ৮৫৬ মোতাবেক তিনি সহ আরো কয়েকজনকে অতিরিক্ত গ্রহণকৃত অর্থ ফেরত প্রদানের নির্দেশ প্রদান করা হয়। উক্ত নির্দেশ অবগত হওয়ার সাথে সাথে তিনি তার অতিরিক্ত গ্রহণকৃত অর্থ ৫৬,৯০২/- (ছাপ্পান্ন হাজার নয়শত দুই) টাকা অত্র মন্ত্রণালয়ের কোড নং ৩৪০১০৭৯৩ এ গত ১৫-০৬-২০২৫ খ্রি. তারিখে জমা প্রদান করে লিখিতভাবে ও ইমেইলের মাধ্যমে বিএমইটির প্রশাসন (আইন ও বিধি) শাখা কে অবহিত করেন এবং ক্ষমা প্রার্থনা করেন। তিনি তার চাকুরি জীবনে সততা, শৃঙ্খলা ও নিষ্ঠার সাথে দাায়িত্ব পালন করেছেন এবং কর্তব্য পালনে কোনোদিন কোনো অনীহা প্রকাশ করেননি। ইতোপূর্বে তার বিরুদ্ধে চাকুরী বিধিমালা পরিপন্থী কোনো অভিযোগ নাই। চাকুরী জীবনে প্রথমবারের মত অজ্ঞতাবশত অনাকাংখিত এই ভুলটি সম্পাদিত হওয়ায় তিনি গভীরভাবে অনুতপ্ত ও লজ্জিত। তিনি এই ভুলের জন্য নিঃশর্ত ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন;

০৩। যেহেতু, অদ্য ১১-০৮-২০২৫ খ্রি: তারিখে তাঁর ব্যক্তিগত শুনানী গ্রহণ করা হয়। শুনানীকালে অভিযুক্ত কর্মকর্তা মৌখিকভাবে জানান যে, বিএমইটি কর্তৃক প্রশিক্ষণ কোর্সসমূহের কোর্স ফি বন্টন বিষয়ে অতিরিক্ত কোর্স ফি বাবদ ৫৬,৯০২/- (ছাপ্পান্ন হাজার নয়শত দুই) টাকা তিনি ভুলবশত ও অজ্ঞতার কারণে গ্রহণ করেছেন। বিএমইটি হতে অতিরিক্ত গৃহীত অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা প্রদানের নির্দেশনা অনুসারে তিনি তা জমা প্রদান করেছেন; এবং

০৪। যেহেতু, উপস্থাপিত নথি ও কাগজপত্র পর্যালোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, বিধিমতে নির্ধারিত সম্মানী প্রদানের প্রাথমিক দায়িত্ব আয়ন ব্যয়ন কর্মকর্তা/হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তার। অভিযুক্ত কর্মকর্তার দায় এ ব্যাপারে তেমন মূখ্য নয়, তবুও অতিরিক্ত গৃহীত সাকুল্য সম্মানীর ৫৬,৯০২/- (ছাপ্পান্ন হাজার নয়শত দুই) টাকা ইতিমধ্যে তিনি সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করেছেন;

০৫। সেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা মোসাঃ রিজিয়া সুলতানা, ইন্সট্রাক্টর (কম্পিউটার অপারেশন), টিটিসি, রাজশাহী (সাবেক টিটিসি দিনাজপুর)-এর বক্তব্য ও সংশ্লিষ্ট নথিপত্র পর্যালোচনান্তে তাঁর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি (৩)(খ) মোতাবেক অসদাচরণ এর অভিযোগের দায় হতে তাঁকে একই বিধিমালার ৭(২)(ক) অনুযায়ী উক্ত বিভাগীয় মামলার দায় হতে অব্যাহতি প্রদান করা হল।

০৬। এ আদেশ জনস্বার্থে জারি করা হলো এবং তা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং ৪৯.০০.০০০০.০৫০.২৭.০১৩.২৫-১০৫—যেহেতু, জনাব মোঃ আব্দুল হাকিম, ইন্সট্রাক্টর (কম্পিউটার), দিনাজপুর টিটিসি-এর বিরুদ্ধে উক্ত কেন্দ্রে কর্মকালীন সময়ে স্বনির্ভর কম্পিউটার কোর্সের দায়িত্ব পালনকালে সম্মানী বাবদ অতিরিক্ত ৮২,৪২৫/- (বিরাশি হাজার চারশত পঁচিশ) টাকা গ্রহণের বিষয়টি বিএমইটি কর্তৃক তদন্তে প্রমাণিত হয়। এই অসদাচরণের বিষয়ে বিভাগীয় মামলা নং-১০/২০২৫ রূজুপূর্বক গত ১৮-০৬-২০২৫ খ্রি. তারিখে অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী প্রেরণপূর্বক কারণ দর্শানোর নির্দেশ প্রদান করা হয় এবং একই সাথে তিনি ব্যক্তিগত শুনানী চান কিনা তা জানতে চাওয়া হয়;

০২। যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা জনাব মোঃ আব্দুল হাকিম জবাবে জানান যে, ২০১৭/১৮ সালে তিনি দিনাজপুর টিটিসিতে চাকুরীকালীন সময়ে তিনি ভুল ও অজ্ঞতাবশত স্বনির্ভর কোর্সসমূহের কোর্স ফি হতে ৮২,৪২৫/- (বিরাশি হাজার চারশত পঁচিশ) টাকা অতিরিক্ত গ্রহণ করেছেন। ইতোপূর্বে ২৯-০৪-২০২৫ খ্রি. তারিখের বিএমইটির স্মারক নং ৮৫৬ মোতাবেক তিনি সহ আরো কয়েকজনকে অতিরিক্ত গ্রহণকৃত অর্থ ফেরত প্রদানের নির্দেশ প্রদান করা হয়। উক্ত

নির্দেশ অবগত হওয়ার সাথে সাথে তিনি তার অতিরিক্ত গ্রহণকৃত অর্থ ৮২,৪২৫/- (বিরাশি হাজার চারশত পঁচিশ) টাকা অত্র মন্ত্রণালয়ের কোড নং ১৪৪১২০২ এ গত ২৬-০৬-২০২৫ খ্রি. তারিখে জমা প্রদান করে লিখিতভাবে ও ইমেইলের মাধ্যমে বিএমইটির প্রশাসন (আইন ও বিধি) শাখা কে অবহিত করেন এবং ক্ষমা প্রার্থনা করেন। তিনি তার চাকুরি জীবনে সততা, শৃঙ্খলা ও নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালন করেছেন এবং কর্তব্য পালনে কোনোদিন কোনো অনীহা প্রকাশ করেননি। ইতোপূর্বে তার বিরুদ্ধে চাকুরী বিধিমালা পরিপন্থী কোনো অভিযোগ নাই। চাকুরী জীবনে প্রথমবারের মত অজ্ঞতাবশত অনাকাংখিত এই ভুলটি সম্পাদিত হওয়ায় তিনি গভীরভাবে অনুতপ্ত ও লজ্জিত। তিনি এই ভুলের জন্য নিঃশর্ত ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন;

০৩। যেহেতু, অদ্য ১১-০৮-২০২৫ খ্রিঃ তারিখে তাঁর ব্যক্তিগত শুনানী গ্রহণ করা হয়। শুনানীকালে অভিযুক্ত কর্মকর্তা মৌখিকভাবে জানান যে, বিএমইটি কর্তৃক প্রশিক্ষণ কোর্সসমূহের কোর্স ফি বন্টন বিষয়ে অতিরিক্ত কোর্স ফি বাবদ ৮২,৪২৫/- (বিরাশি হাজার চারশত পঁচিশ) টাকা তিনি ভুলবশত ও অজ্ঞতার কারণে গ্রহণ করেছেন। বিএমইটি হতে অতিরিক্ত গৃহীত অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা প্রদানের নির্দেশনা অনুসারে তিনি তা জমা প্রদান করেছেন;

০৪। যেহেতু, উপস্থাপিত নথি ও কাগজপত্র পর্যালোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, বিধিমতে নির্ধারিত সম্মানী প্রদানের প্রাথমিক দায়িত্ব আয়ন ব্যয়ন কর্মকর্তা/হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তার। অভিযুক্ত কর্মকর্তার দায় এ ব্যাপারে তেমন মূখ্য নয়, তবুও অতিরিক্ত গৃহীত সাকুল্য সম্মানীর ৮২,৪২৫/- (বিরাশি হাজার চারশত পঁচিশ) টাকা ইতিমধ্যে তিনি সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করেছেন; এবং

০৫। সেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা জনাব মোঃ আব্দুল হাকিম, ইন্সট্রাক্টর (কম্পিউটার), দিনাজপুর টিটিসি-এর বক্তব্য ও সংশ্লিষ্ট নথিপত্র পর্যালোচনান্তে তাঁর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি (৩)(খ) মোতাবেক অসদাচরণ এর অভিযোগের দায় হতে তাঁকে একই বিধিমালার ৭(২)(ক) অনুযায়ী উক্ত বিভাগীয় মামলার দায় হতে অব্যাহতি প্রদান করা হল।

০৬। এ আদেশ জনস্বার্থে জারি করা হলো এবং তা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং ৪৯.০০.০০০০.০৫০.২৭.০১০.২৫–১০৬—যেহেতু, প্রকৌশলী মোঃ মাহবুবুর রশিদ তালুকদার, বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, বিএমইটি, ঢাকা (সাবেক অধ্যক্ষ, বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব মেরিন টেকনোলজি, নারায়ণগঞ্জ)-এ চাকুরীকালে উক্ত কেন্দ্রের ইন্সট্রাক্টর জনাব সামিয়া সাইমুমকে-এখতিয়ার বহির্ভূতভাবে ১৫ দিনের প্রাপ্যতাবিহীন ছুটি মঞ্জুরের অভিযোগের বিষয়ে বিএমইটি কর্তৃক কৈফিয়ত তলব করা হয় এবং কৈফিয়তের জবাব সন্তোষজনক না হওয়ায় তাঁর বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা রুজু করা হয়। অভিযোগ বিবরণী ও অভিযোগনামা গঠন করে ১০ কার্য দিবসের মধ্যে তাঁকে কারণ দর্শানোর জন্য বলা হয় এবং একইসাথে তিনি ব্যক্তিগত শুনানী চান কিনা তা জানতে চাওয়া হয়। তিনি লিখিত জবাব দাখিল করেন;

০২। যেহেতু, জনাব সামিয়া সাইমুম, ইন্সট্রাক্টর (প্রাক্তন) গত ১১-০৬-২০২৩ খ্রি. তারিখে মেডিকেল রিপোর্ট সহ তার শারীরিক অসুস্থতাজনিত গর্ভকালীন ঝুঁকির বিষয় উল্লেখ করে প্রাপ্যতাবিহীন অর্জিত (অগ্রিম) ছুটি মঞ্জুরীর জন্য অধ্যক্ষ, বিআইএমটি, নারায়ণগঞ্জ বরাবর আবেদন করেন। তার আবেদন মঞ্জুরীর জন্য অধ্যক্ষ, বিআইএমটি উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ নয় মর্মে মৌখিকভাবে জানিয়ে দেওয়া হয় এবং মহাপরিচালক, বিএমইটি বরাবর আবেদন করতে বলা হয়। অতঃপর দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রধান সহকারী ইতোপূর্বে অধ্যক্ষ, বিআইএমটি কর্তৃক তাকে ৯২ দিন প্রাপ্যতাবিহীন মঞ্জুরীকৃত ছুটির আদেশের কপি ২৫-১০-২০২১ খ্রিঃ তারিখে দালিলিক প্রমাণক হিসেবে উপস্থাপন করে ছুটি মঞ্জুরীর বিষয়ে অধ্যক্ষ, বিআইএমটি উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ হিসেবে যুক্তি উপস্থাপন করেন। সেই আলোকে গত ১২-০৬-২০২৩ খ্রিঃ তারিখে বিধি উল্লেখসহ নথি উপস্থাপনের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রধান সহকারীকে নির্দেশ প্রদান করেন। তিনি পূর্ববর্তী অধ্যক্ষ, বিআইএমটি কর্তৃক ২৫-১০-২০২১ খ্রিঃ তারিখে মঞ্জুরীকৃত ৯২ দিন প্রাপ্যতাবিহীন ছুটির বিষয় উপজেলা হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, বন্দর, নারায়ণগঞ্জ এবং বিএমইটি'র পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ) এবং পরিচালক (প্রশিক্ষণ পরিচালনা)-কে অবহিত করেন এবং উপজেলা হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, বন্দর, নারায়ণগঞ্জ এবং বিএমইটি থেকে কোনো আপত্তি বা অভিযোগ উত্থাপিত হয় নাই, যা অধ্যক্ষের প্রাপ্যতাবিহীন ছুটি মঞ্জুরীর এখতিয়ারভুক্ত হিসেবে পরিগণিত হয়;

০৩। যেহেতু, প্রকৌশলী মোঃ মাহবুবুর রশিদ তালুকদার, বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, বিএমইটি, ঢাকা (সাবেক অধ্যক্ষ, বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব মেরিন টেকনোলজি, নারায়ণগঞ্জ) জবাব দাখিলপূর্বক ব্যক্তিগত শুনানী প্রার্থনা করলে অদ্য ১২-০৮-২০২৫ খ্রি. তারিখে ব্যক্তিগত শুনানীকালে অভিযুক্ত কর্মকর্তা মৌখিকভাবে জানান যে, জনাব সামিয়া সাইমুম, ইন্সট্রাক্টর (প্রাক্তন) একজন গর্ভবতী নারী কর্মকর্তা এবং আবেদনের সময় তার শারীরিক অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হওয়ায় পূর্বের অধ্যক্ষ কর্তৃক ছুটি মঞ্জুরের ধারাবাহিকতায় তিনি ১৫ দিনের ছুটি মঞ্জুর করেন। এছাড়া তিনি বিধি বিধান বিষয়ে যথেষ্ট ওয়াকেবহাল ছিলেন না এবং এটি তাঁর অনিচ্ছাকৃত ভুল মর্মে স্বীকার করেন; এবং

০৪। যেহেতু, তিনি উক্ত প্রাপ্যতাবিহীন ছুটি মঞ্জুরের ক্ষেত্রে দায়িত্ব ও কর্তব্য কাজে অবহেলা প্রদর্শন এবং আইনসংগত কারণ ব্যতীরেকে সরকারি আদেশ, পরিপত্র ও বিধি বিধান প্রতিপালনের বিষয়ে উদাসিনতার পরিচয় দিয়েছেন যা সরকারি চাকুরী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা-২০১৮ এর ৩(খ) বিধি অনুযায়ী অসদাচরণ এর পর্যায়ভুক্ত অপরাধ এবং একই বিধির ৪(২)(ক) বিধি অনুসারে তাঁকে তিরস্কার সূচক লঘুদণ্ড প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়;

০৫। সেহেতু, প্রকৌশলী মোঃ মাহবুবুর রশিদ তালুকদার, বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, বিএমইটি, ঢাকা (সাবেক অধ্যক্ষ, বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব মেরিন টেকনোলজি, নারায়ণগঞ্জ)-এর বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলায় আনীত অসদাচরণ অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায়, অভিযোগের গুরুত্ব ও প্রাসঙ্গিক বিষয়াদি বিবেচনা করে সরকারি চাকুরী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা-২০১৮ এর ৪(২)(ক) বিধি মোতাবেক তাকে "তিরস্কার" সূচক লঘুদণ্ড প্রদান করা হলো। এই দণ্ডাদেশ প্রজ্ঞাপন জারির তারিখ হতে ০১ (এক) বছর বলবৎ থাকবে।

০৬। এ আদেশ জনস্বার্থে জারি করা হলো এবং তা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

ড. নেয়ামত উল্যা ভূঁইয়া
সিনিয়র সচিব।

অফিস আদেশ

তারিখ: ২৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫

নং ৪৯.০০.০০০০.০১৫.২৯.০০২.২০–১০০৪—পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের গত ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখের আন্তঃমন্ত্রণালয় সভার সিদ্ধান্তের ৩.৬ নং অনুচ্ছেদের ক্রমিক নং (ঝ) অনুযায়ী বাংলাদেশ সচিবালয়কে সিঙ্গেল ইউজ প্লাস্টিক (এসইউপি) মুক্ত করার লক্ষ্যে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ে ০৩ (তিন) সদস্য বিশিষ্ট 'মনিটরিং কমিটি' গঠনের নিমিত্ত এ মন্ত্রণালয়ের নিম্নবর্ণিত কর্মকর্তাগণ-কে নির্দেশক্রমে মনোনয়ন প্রদান করা হলো:

ক্রম	কর্মকর্তার নাম ও পদবি	মোবাইল ও ই-মেইল	মন্তব্য
০১.	জনাব মোহাম্মদ আনোয়ারুল নাসের যুগ্মসচিব	মোবা: ০১৭৩২-৫৯২৩২১ jsadmin@probashi.gov.bd	আহবায়ক
০২.	জনাব আশ্রাফ আহমেদ রাসেল উপসচিব	মোবা: ০১৭০৫-৪২৩৬৮৮ dsmission2@probashi.gov.bd	সদস্য
০৩.	জনাব মোঃ শিবলী সাদিক সিনিয়র সহকারী সচিব	মোবা: ০১৬১৬-১২১১১১ dsservice@probashi.gov.bd	সদস্য সচিব ও ফোকাল পার্সন

রোজলিন শহীদ চৌধুরী
সিনিয়র সহকারী সচিব।